ভোরের কাগজ

JAN 12 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদেশে অসংখ্য বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

সম্প্রতি সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বিদেশে উচ্চ শিক্ষারত (পিএইচডি) শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার অর্থপ্রদান বন্ধ করার পাশাপাশি তাদের দেশে ফেরার জন্য নির্দেশ দিয়েছে— যা বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে দারুণ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। সরকারের আকস্মিক এ সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কার পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। জানা গেছে, সরকারের ধারাবাহিক বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ সরকারের সরকারি আদেশবলে (জিও) যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নেদারল্যান্ড ও থাইল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য মেধাবী বাংলাদেশী শিক্ষার্থী দীর্ঘমেয়াদি পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত রয়েছে। যারা সরকারের শীর্ষপর্যায় থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে এই উচ্চ শিক্ষার অনুমতি লাভ করেছে। এটি সরকারের পাবলিক ফাইন্যান্স, ইন্টান্যাশনাল বিজনেস, প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক পিএইচডি ও মাস্টার্স কোর্সসমূহের উচ্চতর বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। যাতে অত্যন্ত কঠিন যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমেই এদেশের মেধাবী ও সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে।

জানা গেছে, আন্তর্জাতিকভাবে বহুল স্বীকৃত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ থেকে একমাত্র মেধাগত যোগ্যতার মানদণ্ড দ্বারা অন্য কোনো অনিয়ম বা অযোগ্যতায় ভর্তির কোনো সুযোগ নেই। এসব শিক্ষার্থীর অনেকেই ইতিমধ্যে সুনামের সঙ্গে তাদের কোর্সের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত করেছে। যার বার্ষিক ও চলমান রিপোর্টও ইতিমধ্যে তাদের স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দেশে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া সকল শিক্ষার্থীই বর্তমানে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের সঙ্গেও জড়িত। যে সকল গবেষণা কার্যক্রম উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাৎসরিক পরিকল্পনা কার্যক্রমের বিশেষ অংশ হিসেবে বিবেচিত। যার সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, জনশক্তি এবং অর্থও জড়িত।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের হঠাৎ প্রত্যাহার করে নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ মারাত্মভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তকেই দায়ী করছে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এতে বাংলাদেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি আগামীতে বিশ্ববিখ্যাত সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলাদেশীদের শিক্ষার সুযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসব উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পেছনে সরকার ইতিমধ্যে যে অর্থ ব্যয় করেছে, বর্তমান সরকারের হঠাৎ এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তে উক্ত অর্থ ব্যয়ের ফলাফলও শূন্য হয়ে যাবে।

হঠাৎ করে মাঝপথে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা অত্যন্ত অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। যাদের অনেকেই চরম হতাশা, ঘৃণা ও অনিশ্চয়তার মাঝে দিন কাটাচ্ছে। দেশেও এসব উচ্চ শিক্ষারত শিক্ষার্থীদের আত্মীয়স্বজন খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। এ ব্যাপারে দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের চলমান উচ্চ শিক্ষা ও বিদেশের সর্বত্র দেশের সুনাম ও ভাবমূর্তির কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে গৃহীত সিদ্ধান্তটি পুনঃবিবেচনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চট্টগ্রাম